ছয়াল গণী।

সর্ব্বউত্তম! সাবেকী ছাপা !! আসল !!!

আবদুল আলী গারুলী

ও নিবারন সুন্দরীর পুথি।

সায়ের—মুন্সী মোহাম্মদ ইউছুছ সাহেব।

কপি স্বত্বের মালিক ও প্রকাশ কুমিল্লা নিবাসী মুন্সী মোয়াজ্জেম আলী সাহেব। তাহান পুত্র মহাম্মদ ইয়াছিন মিয়ার নিকট হইতে কপি স্বত্ব রেজেষ্টারী কাবালা দ্বারা খরিদ করিয়া ছাপাইলাম খরিদা সুত্রে মালিক ও

প্রকাশক—

শ্রীআবদুললতিফ-আবদুলহামিদ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
محمد عبداللطیف وعبدالحمید تاجر کتب
چوک بازار کتاب پٹی - ڈھاکہ
চক বাজার, কেতাব পট্টি,
ঢাকা

প্রিণ্টার—এম, আজিজর রহমান চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
হামিদীয়া প্রেস, চুড়িহাট্টা, ঢাকা।
ইং তাং ২০—২—৪৬।

@jamilahmedkhan

মুল্য।[illegible] আনা।

আবদুল আলী গাজেলী

ও নিবারন সুন্দরীর পুথি।

প্রভুস্তুতি।

পয়ার ❀ প্রথমে প্রনাম করি প্রভু করতার ॥ ছায়া নাই কায়া নাই সুন্মের আকার ❀ হস্ত নাই পদ নাই নাহি তার সির ॥ অখণ্ড মহিমা প্রভুর নির্ম্মল শরীর ❀ নাহি খায় অন্ন দানা নাহি যায় ঘুম ॥ কি হালেতে চলে বান্দা সদায় মালুম ❀ চুরি কি ডাকাতি কিম্বা করে জেনাকারী ॥ এক দৃষ্টে দেখে আপে আল্লাবারী ❀ বান্দাকে করিয়া পয়দা প্রভু নিরাঞ্জন ॥ দুনিয়ায় ভেজিয়া দিল বন্দেগী কারণ ❀ বদেতে নারাজ প্রভু নেক কামে রাজি ॥ সেখানে না খাটিবে দুনিয়ার ফেরেব বাজি ❀ তিলে২ হিসাব লইবে আল্লা সাঁই ॥ ঐ সময় কান্দিলে রান্দা উপায় বুদ্ধি নাই ❀ সময় থাকিতে কর আখেরের কাজ ॥ জাতে আল্লা রাজি থাকে না হয় নারাজ ❀ প্রভুর প্রশংসা এবে রহিল বারণ ॥ মা বাপ ওস্তাদের কথা শুন দিয়া মন ❀ নতসিরে নমস্কার ওস্তাদ চরণ ॥ কাব্যযত্নে জার যত্নে পাইল শ্মরণ ❀ জনক জননী পদ বন্দি বহুতর ॥ তাদের চরণে মোর শত নমস্কার ❀ মোহাম্মদ ইউনুছ কহে মনে করি ভীত ॥ ক্ষমিবে জানিলে দোষ বালক চরিত ❀ আমি অতি মুর্খ মতি বিদ্যা বুদ্ধি হীন ॥ ছোট্ট কালে পাঠশালাতে পড়েছি কত দিন ❀ বিদ্যা বুদ্ধি হীন কিন্তু মুর্খ পণ্ডিত ॥ সায়েরী করিতে ইচ্ছা মনেতে বাঞ্ছিত এই পর্যন্ত ক্ষান্ত দিনু এই সব বানী ॥ প্রভু স্মরি আরম্ভিনু কিচ্ছার কাহিনী ❀

কেচ্ছা-আরম্ভ।

ধুয়া—শুন সাধু ভাই॥ আবদুল-আলীর গুণের সীমা নাই ❀ প্রভুর নাম আরাধিয়া, রছুলের নাম মনে লিয়া, আবদুল আলীর গান লৈয়া চৈগ্রাম দুটি ভাই॥ আবদুল আলী নাম খানি, বাড়ী ছিল ঝালকাটি, রূপে গুণে পরিপাটি, সমান কেহ নাই ❀ বয়েস যখন বৎসর কুড়ি, হাওয়া খায় অর্শে চড়ি, বরিশাল জিলাতে গেল তামাসা চাইবার লাই॥ সেথা যাই কিবা করে, সহর ঘুরিয়া ফিরে, আচম্বিতে ঘাড়ওয়ালের এক দলে পড়ে যাই ❀ পাহাড়ুয়া ঘাড়ওয়াল তারা, নিত্য কর্ম্ম সর্প ধরা, শত শত সর্প রাইখেছে খাচাতে আটকাই॥ দাড়াইস আইলা চন্দ্রপোড়া, দুধরাজ তিলইক্কা বড়া, পানক শঙ্কনী কত লেখা জোখা নাই ❀ ঘাড়ওয়ালের এক মেয়ে ছিল, বয়স পনর ষোল, আর্শি চেয়ে চুল ঝাড়ে চিরুণী লাগাই॥ যেয়ছা মেয়ের মুখের ছটা, নারাঙ্গি ফলের গোটা, হুর পরী মোহ যায় থাকুক গোসাই ❀ কপালে তিলকে ফোটা, জানু শোম কেশের জোটা, আকুমার আছে কন্যা বিবাহ হয় নাই॥ মায়ের দুলাল ভ ধন, নাম রাখে নিবারণ, আচম্বিতে আবদুল আলীর নজর পড়ে যাই ❀ নিবারণকে চক্ষে দেখি, পলক না মারে আখি, প্রেম বান হৃদে আসি বিন্ধিলেক সাই॥ আবদুল আলী যেই স্থানে, নজর করে নিবারণে, দুই জনের দৃষ্টির প্রেম চক্ষের আসনাই ❀ দু-জন দুইখানে রহে, ছটফট অঙ্গ দহে, ভঙ্গ প্রেমে কদাচিত রঙ্গ লাগে নাই॥ কহে কবি হীন মতি, চৌপদীতে দিতে ইতি, আবদুল আলীর বিবাহ কথা পয়ারে জানাই ❀

পয়ার ❀ এইখানে আবদুল আলী ভাবে মনেং কি রূপে মিলন হবে নিবারণের সনে ❀ ভাবিয়া চিন্তিয়া এক বুদ্ধি করে সার॥ সর্পের কুণ্ডলী বিনা না দেখি বিস্তার ❀ তামাম দিবস ভরি খাড়া ছিনু এথা॥ একজন ঘাড়ওয়ালের নাহি পাই কথা ❀ শত জন মধ্যে এক নাহি পুছে বাত॥ কেমনে করিব প্রেম নিবারণের সাত ❀ এবলিয়া প্রভু নাম সে সময় দিনমনি স্মরণ করিয়া॥ সর্প সব বন্ধ করে কুণ্ডলী ফুকিয়া ❀ প্রভাতে লুকায় অন্তরে॥ রাত্রি ভর রহে আবদুল দোকানীর ঘরে ❀ প্রভাতে ঘাড়ওয়াল সব করে কোন কাম॥ সর্প ঝুড়ি কান্দে লিয়া চলিল গেরাম সর্প নাচ বায়ানা যাব যেইখানে হৈল॥ ঝাড়ি হইতে সর্প নিকলিতে না পারিল ❀ সরম পাইয়া সবে আসিল ফিরিয়া॥ সবে মিলে করে যুক্তি

নিরালা বসিয়া ❁ জেন্দেগী ভরিয়া সর্প নাচাইয়া খাই ॥ আজি কেনে
সবের এই দশা হইল ভাই ❁ নছিবের দোষে কহে এক জন ॥ আর২
জন বলে তাহা না হবে কখন ❁ কল্য যে বিদেশী এক মোদের মকাম ॥
সারাদিন খাড়া ছিল তার এইকাম ❁ এইকথা শুনি সবে বিশ্বাস করিল
হেনকালে আবদুল আলী আসিয়া পৌছিল ❁ ঘাড়ওয়ালেরা দেখি-
লেন আপনা নজরে ॥ কেহ বলে মার ধর বিদেশীর তরে ❁ বুদ্ধিমন্ত
জনে বলে না কহ এমন ॥ এই জন সামান্য না হবে কদাচন ❁ তার
দ্বারা হয় যদি মোদের বিহিত ॥ তথাপি তাহার নষ্ট না করা উচিত ❁
এই কহি ঘাড়ওয়ালেরা করে কোন কাম ॥ আবদুল আলী নিকটেতে
পৌছিল তামাম ❁ ছালাম আলেক দিয়া পুছিল খবর ॥ কোথা হৈতে
আসিয়াছ কোথা তেরা ঘর ❁ উচ্চ কাষ্ট চোকি নিয়া বসিবার দিল ॥
পান তামাক দিল বহু মহামা করিল ❁ নিজ হস্তে আবদুল আলীর পদ্ম
যে ধোলায় ॥ কেহ২ দাড়াইয়া পাঙ্খা করে গায় ❁ যত ঘাড়ওয়ালেরা
সব খেদমতে রহিল ॥ বহু প্রেম করি পরে খানা খেলাইল ❁ তার
পরে আবদুল আলী পুছিল খবর ॥ কি জন্যে আমাকে এত করহ
আদর ❁ ঘাড়ওয়াল বলিল তাহা হুজুরে জানাই ॥ কল্য যে আপনি
এসে ছিলেন এই ঠাই ❁ সে হইতেই আমাদের সর্প রাজ যত ॥ নাচে
ক্ষান্ত হইয়াছে কুণ্ডলীর মত ❁ আমরা ঘাড়ওয়ালা সর্প নাচাইয়া খাই
হুজুরের নিকটে কসুর মাফ চাই ❁ সর্প রাজ করে দেহ যাদেক প্রকার
যাহা চাহ তাহা দিব করিনু করার ❁ আবদুল আলী আইনু মেহমান
হইয়া ॥ এক জন না পুছিলে আমার লাগিয়া ❁ সেই জন্যে বহু গোস্বা
হইল মোর মন ॥ কুণ্ডলীতে বন্ধ করি যত সর্পগণ ❁ ঘাড়ওয়ালেরা
বলে কর অপরাধ মাফ ॥ মেহেরবাণী করে ভাল করে দেহ সাঁপ ❁
আবদুল বলেন তবে শুনহ খবর ॥ নিবারণের সঙ্গে যদি দেও সয়ম্বর
কুণ্ডলী হইতে সর্প করিব খালাস ॥ এবে মনস্তাপ ব্যক্ত করহ সন্তোস
সবে বলে এই বাতে হইলাম রাজি ॥ কিন্তু মত হয় কিনা আপনার
মরজি ❁ নিবারণকে দিব বিবা ক্ষতি কিছু নাই ॥ কোথায় পাইব মোরা
এমন জামাই ❁ এই কহা বলা করি সকলে মিলিয়া ॥ আবদুল আলী
স্থানে দিল নিবারণের বিয়া ❁ রঙ্গে ঢঙ্গে সমাধা হইল শুভ কাজ ॥
কুণ্ডলী হইতে মুক্ত করে সর্পরাজ ❁ দিন মনি লুকাইয়া রজনী হইল ॥
আবদুল আলী নিবারণের বাসরে পৌছিল ❁ নিবারন আছিলেক পত্র

তাকাইয়া ॥ হেনকালে আসিয়া পৌছিল প্রাণ প্রিয়া ❀ দোহাকার রূপে দোহে আছিল মগন ॥ নিমিষে হইয়া গেল প্রিয়ার দর্শন ❀ মধু পানে উন্মত্ত আছিল তার মন ॥ তার দ্বিগুণ রক্ষি ছিল নিবারণ ❀ শুইলু পালঙ্গে যাই কন্যা কোলে করি ॥ কানাই পাইল যেন রাধিকা সুন্দরী ❀ ছয়ফল মুলুক যেন পাইল লাল মতি ॥ রত্ন হেন পাইল যেন কন্যা পদ্মাবতী ❀ সেই মত আবদুল আলী পায় নিবারণ ॥ খুসিতে ভুসিতে হইয়ে তুষ্ট হইল মন ❀ এইমতে দুইমাস গত হইয়ে গেল ॥ আবদুল আলী নিবারন কহিতে লাগিল ❀ কহিয়া বলিয়া দোহে বিদায় হইলু ॥ আবদুল আলী নিবারন দেশেতে পৌছিল ❀ আবদুল আলীর মায়ে যদি পাইল খবর ॥ পুত্র বধু দেখে বুড়ি খোসাল অন্তর তুষ্ট হইয়ে পুত্র বধু তুলি লৈল কোলে ॥ লক্ষ২ চুম্ব দিল শ্রীকণ্ঠ কপালে ❀ পুত্র বধু লয়ে বুড়ি খোসালে রহিল ॥ এই রূপে এক সাল গুজারিয়া গেল ❀

সর্পের গান আরম্ভ ।

চিতং মিল ❀ আবদুল আলী নিবারন, খুসি খোসালিতে দোন থাকে হামেহাল, দেখনা বিধিয়ে কিবা ঘটায় জঞ্জাল ॥ শুন যত গুনীগণ করিয়ে খেয়াল ❀ একদিন নিবারনে, শুয়ে ছিল তুষ্ট মনে, বিছানার উপর ॥ স্বপনেতে দেখে এক সর্প অজাগর ❀ কহিতে লাগিল সর্প নিবারন গোচর ❀ নিবারণ তোমাকে বলি, তোমার পতি আবদুল আলী, জ্বালে সর্প ধরিতে, পাইয়া খালি দক্ষিণ মুখি থাকি ঘাড়াতে ❀ দৌড়া একটা পাঠা, নিবে আমায় ধরিতে ❀ এমন স্বপন দেখে, নিবা-রন শুয়ে সয্যাতে, চমকি উঠয় আচম্বিতে, দেখে আবদুল বলে হায়রে হায় ॥ কি জন্যেতে প্রিয়সিনী কাঁপে সর্ব্ব গায় ❀ শান্ত হয়ে নিবারনে কহে আবদুলের স্থানে ॥ শুন দিয়া মন, যেইমতে আসি সর্পে দেখাইল স্বপন, একে২ আদি অন্ত কহে নিবারনে ❀ এত শুনি আবদুল আলী, প্রভুর নাম নাহি বলি, দর্প করে কয়, পাঠা বলি চাহে সেই কোন সর্প হয় ॥ পাঠা নাদি ধরব সর্প তাতে কিবা হয় ❀ দাড়ি মাঝি ডাকি তখন বলে নৌকা কর সাজন, যাব সর্প ধরিতে, অদিন বলয় তোমার মৃত্যু নিকটে ॥ প্রভু নাম পাশরিলা মরনের পথে ❀

আবদলের মায়ের বিলাপ।

ধুয়া—বাছারে তোরে, মায়ে নিষেধ করে ॥

আবদুলেরে যেওনা দুঃখিনীর বাছা, তোরে মায়ে নিষেধ করে ❁

সর্প ধরিতে যাররে আবদুল চড়িয়া নৌকায় ॥ পাষাণ হৃদে মারি কান্দে আবদুল আলীর মায় ❁ যেইওনা২ বাছা সর্প ধরিবার ॥ ছটফট করে যেন কলিজা আমার ❁ এক মায়ের এক পুত্র নির্দ্ধনীর ধন ॥ তোমায় ছাড়িয়া মায়ে ত্যজিব জীবন ❁ বারে২ যাওরে নিমাই নাহি করি মানা ॥ আজি কেন মায়ের মনে প্রবোধ মানে না ❁ নাহি যাও বাছা ধন মায়ের কথা শুনি ॥ আজিকার মহিম ক্ষেন্ত কর যাদুমনি ❁ এইমত কান্দি২ বুঝায় তার মায়ে॥ কিছুতেই না মানিল মায়ের কথায়ে

চিতং মিল ❁ তেরশ পনর সনে, মাঘ মাসে আট দিনে, বরিশাল জিলায়, বরিশালের অন্তর্গতে ঘটনা উদয় ॥ কহিতে সেসব কথা প্রাণে নাহি শয় ❁ সে-সব কথা বলিতে, বাসনা হইল মনেতে; শুনেন সর্ব্ব জন, কর্ণ লাগাইয়া শুনেন সে-সব কথন ॥ কিরূপে সে আবদুল আলী হইতেছে মরন ❁ বাড়ী ছিল ঝালপা কাটি, রূপে গুণে পরিপাটি, এক বিবি ছিল তার, সতর খানি নৌকা ছিল তার আজ্ঞা কার ॥ সর্প ধরা বিনে তারগো না ছিল কারবার ❁ মাঘ মাসের আট রোজেতে, লোক জন লইয়ে সাথে সর্প ধরিতে, সতর খানি নৌকা লই গেল পাটুয়া-খালিতে ॥ লোকজন রাখি আবদুল উঠিল কুলেতে ❁ জননী ও নিবা-রণে, দাড়ি মাঝি সর্ব্বজনে রাখিয়া নৌকায়, একেলা চলিল আবদুল সে সর্প যথায়॥ সর্পের বাড়া দেইখে পরে নিরখিয়ে চায় ❁ কোথায়রে ডাকস্ছ সর্প, করিয়া মহা দর্প, এখন রহিলে কোথায় ॥ ছত্রিশ রাগিনী আবদুল বাশীতে ফুকয় ॥ শুনিয়া সে বাশীর সুর, সর্পে অন্তরে ফুলায় ❁

পয়ার ❁ সর্প উঠা মন্ত্র ফুকে বাশীর ভিতর ॥ বাড়ার সম্মুখে আবদুল কহে বারেবার ❁ আগে তুমি নিবারনকে দেখাইছ স্বপন ॥ আমায় দেখিয়া কেনে রহিলে গোপন ❁ দোল্লা পাঠা আনিয়াছি তোমার লাগিয়া ॥ বাড়া হইতে উইঠে একবার যাও দেখা দিয়া ❁ শীঘ্র আস বাড়া হইতে না করিও ভয় ॥ না উঠিলে বাড়া খুদি ধরিব নিশ্চয় ❁ একেত ছিরের বাত আর বিনার সুর ॥ শুনি উঠে মহা সাপ মৃত্তিকা করি চুর ❁ কবি বলে আবদুলেরে বিধি হৈল বাম ॥ বাড়া হইতে অঙ্গ ফুলাই উঠে সঙ্গরাম ❁

চিতং মিল॥ কোম্পানীর ইঞ্জিলের কলে, কল টিপিলে ধুয়া চলে সোঃ শব্দ ভয়ঙ্কর, সেইমত উঠে সর্প করি চুর্ণকার ॥ শুনিয়া সে শব্দ আবদুল কাঁপে থরঃ ❀ হু হুঙ্কার করি সর্পে, মাথা তুলে মহা দর্পে, চক্ষু মেলি চায়, এক মুটি ধুলা মারে সে সর্পের মাথায়, ॥ নাহি মানে ধুলা পড়া অমনি সে পেচায় ❀ পেচাপেচি বিষম পেচি, হাড় মাংশ লিলু খেচি, আবদুল বলে হায়রে হায়, কোথা রৈলে মা জননী সর্পে মোরে খায় ॥ কোথা রৈল নিবারন এসনা ত্বরায় ❀ সোয়া হাত সর্প ছিল, পাচত্রিশ হাত হইয়া গেল, নামে শঙ্করাম সতর জোড়া বাশের সঙ্গে অমনি পেচায় ॥ ডলকেঃ রক্ত পড়ে সে বাশের গোড়ায় ❀

আবদুল আলীর বিলাপ ।

পয়ার ❀ আহারে পাপিষ্ট সর্প দুষ্ট দুরাচার ॥ বধু সঙ্গে দর্প করি হইলাম সংহার ❀ নিবারনের সঙ্গে কত করিলাম জেদ ॥ মরন কালে না শুনিলাম মায়ের নিষেধ ❀ কৈয়রে পবন যাই জননীর কাছে ॥ তোমার পুত্র আবদুল আলী সর্পে ধরিয়াছে ❀ কোথায় রৈল ইস্ট মিত্র কোথায় বন্ধুগণ ॥ কোথায় রৈল সতর খানি নৌকার মহাজন ❀ কোথায় রৈল দাড়ি মাঝি কোথা লোক জন ॥ নিদানে পাইয়া সর্পে বধিল জীবন সিমাল ধুতি জরীর টুপি কোথায় চেকন ॥ কোথায় রৈল অঙ্গের ভুষন কোথায় নিবারন ❀ মনেতে আসঙ্কা করি মোরে খাইবার ॥ এখন যদি নিবারন পায় সমাচার ❀ কখন খাইতে না পারিবে কদাচন ॥ এতবলি আবদুল আলী জুড়িল কান্দন ❀ নছিবেতে ছিল সর্পের ডংশেতে মরণ হায়ঃ কোথায় রৈল গুণের নিবারন ❀ কৈয়রে পবন তোমার পুত্রের মরন ॥ তালাশ করিয়া তারে আনো এইক্ষণ ❀ এইমতে বিলাপিয়া কহে প্রভুস্থান ॥ হেনকালে খবরুয়া আইল একজন ❀

চিতং মিল ❀ কাটাখালীর তমিজদ্দিন, তাঁর ভাই মফিজদ্দিন, সে রুশ কাটিতে যায়, এক ফোটা রক্ত পড়ে তমিজদ্দিনের গায় ॥ এহাল দেখে ধায় তমিজ সাপরিয়া যথায় ❀ আরও রক্ত বাশের গোড়ায়, দেখিয়া উপরে তাকায়, নজর করে চায়, সর্পের পেচে দেখে এক মানুষ তথায় ॥ পেচাইয়ে ধরছে সাপে বাশের আগায় ❀ দেখি সেই মহা সাপে, তমিজদ্দির অঙ্গ কাঁপে, ভয়েতে পালায়, নদীর কিনারে থাকে ডাকে সাপড়ায় ॥ সাপের মুখে একজন মানুষ মারা যায়, সাপেরাঃ ভাই ডাকি, তোগো এক জন মানুষ নাকি, আজি সাপে ধরে

খায় ॥ একথা শুনিল কেবল আবদুল আলীর মায় ॥ কি হৈল কি হৈল বলি এগো ভূমিতে লুটায় ❁

জননীর দোহরা বিলাপ।

পয়ার ❁ যবে এই কথা মায়ের কর্ণেতে শুনিল ॥ আত্মঘাতি হৈয়ে মায়ে ভূমিতে পড়িল ❁ কি শুনিলাম২ ওরে যাদুমনি ॥ কে কহিল২ মোরে এই বানি ❁ কেনে যাদু মায়ের কথা করিলে অদুল ॥ কে নিল২ মায়ের প্রাণের আবদুল ❁ কে নিল২ মোর চক্ষের অঞ্জন কি হৈল২ মোর নয়ানের ধন ❁ কে নিল২ মায়ের নয়ানের জ্যতি ॥ কে নিল২ মায়ে হব আত্মঘাতি ❁ কে নিল২ মায়ের বুক কৈরে খালি ॥ কেমনে দংশিলে সাপ মায়ের আবদুল আলী ❁

নিবারনের বিলাপ।

চিতং মিল ❁ এমত বিলাপি করে, ধর্য্য ধরাইতে নারে, আবদুল আলীর মায়, পোড়া মুখি কপাল তোর মন্দ হইয়ে যায় ॥ গোস্বা হইয়ে নিবারনের লাথি মারে গায় ❁ ছিল ঘুমেতে, শাশুড়ীর পৃষ্ঠাঘাতে, অমনি উদ্দিশ পায় ॥ ঘুমের ঘোরে শাশুড়ীয়ে কি জন্যে জাগায় ॥ কান্দি২ কহে কথা আবদুল আলীর মায় ❁ নিবারণ তোর কপাল দোষে, পতি তোর সর্পে ডংশে, কহিনু তোমায় ॥ নছিব হইল মন্দ ডংশে শঙ্খুরায় ॥ কি করগো নিবারণ শুয়ে বিছানায় ❁

পয়ার ❁ এক লাথি দুই লাথি তিন লাথি পর ॥ চৈতন্য লভিত কন্যা নিবারন সুন্দর ❁ কি হৈল২ বলি কান্দে উভরায় ॥ আহা বিধি বজ্রাঘাত পড়িল মাথায় ❁ কেমন সর্পে খায় জানি পতি প্রাণ ধন ॥ আহা প্রভু দুখিনীয়ে ত্যাজিব জীবন ❁ সে সর্পের দংশন পাইলে মারিতাম কাছাড়ি ॥ আহা বিধি হইলাম বুঝি কাঙ্গা রাড়ি ❁ এমত বিলাপি কন্যা কান্দে উভরায়॥ তৈল সিন্দুর মাথে দিয়ে আশি ধরি চায় ❁ সিতায় সিন্দুর হইলেক মলিন আকার ॥ হায়২ পতি বিনে জীবন অশার ❁ আবদুল শোকেতে কান্দয় নিবারন॥ পশু পক্ষী কান্দে আর পারা পরশিগণ ❁

চিতং মিল ॥ শোগেতে মউজ উইঠে, নিবারনের হৃদ্র ফাটে, বলে শাশুড়ীর সদন, স্বামী আদর্শনে করব গরল ভক্ষণ ॥ বিদায় দেহ জননী মা যাব পতীর দর্শন ❁ পাগলিনী মত কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্দে, কান্দে উভরায়, দোল্লা পাঠা লিয়া গেল সে সর্প যথায় ॥ সাপের পেটে

দেখে পতি বাশ জুড়ার আগায় ❁ নিবারন সেখানে গেল, দৌড়া পাঠা বলি দিল, সর্প নামের পর, চতুর্দ্দিগে লোক খাড়া কাতারে কাতার ॥ হায়২ করে কেহ কান্দে জারেজার ❁ একের মুখে একে শুনি এক, ধেয়ে এল শত লোক, সে সর্প চাইতে, কুল বধু জুবা মেয়ে আইল দেখিতে ॥ উকি মারি দেখি আবদুল সর্পের পেচেতে ❁ থাকুক পুরুষ যত, রমণীগণ শতং, এল ধাওা ধাই এক বধু কহে একে জামিনীলো রাই ॥ সর্পের গাছে মানুষ তোলে এমন শুনতে পাই ❁ এক বধু লগ্নি করতে, লোটা হাতে বাহিরেতে, আসি শুনতে পাই, গাছের গোড়ায় লোটা রাখি লোক চলিল ত্বরায় ॥ কত বধু ধেয়ে এল বস্ত্র নাহি গায় ❁ হাজারেং লোক, আসি জমা হইলেক, দেখে আবদুলের মরন, কেহ কান্দে কেহ ধক্কে অজ্ঞান যেমন ॥ কেহ হইল হুশ হারা কেহ ভয়ে কম্পমান ❁ সরস্বতী আসর যেন, চারিদিগে লোকগণ, মধ্যে গায় গান সেইরূপ খাড়া লোক মধ্যে স্বামীর বিচ্ছেদ ধ্বনি শোকাকুলি মন ❁

পয়ার ❁ তার পরে নিবারন করে কোন কাম ॥ করিয়া মোহিনী বস্ত্র পড়িল তামাম ❁ মন্ত্র পড়ি মিগ্যজ কড়ি জমিনে ফালায় ॥ ভোং শব্দ কড়িং উঠিল ত্বরায় ❁ কড়িকে বলিল ধ্বনি আগে ছিলে বার ॥ আগে ছিলাম তব পিতার এখন তোমার ❁ মোর যদি হবে কড়ি কহি বারে বার ॥ মস্তকে কামড়ি ধর সর্প শঙ্করার ❁ এতশুনি সেই কড়ি কুর্দিয়া চলিল ॥ সর্পের মস্তকে সেই কামড় মারিল ❁ নড়িতে চড়িতে সর্পের শক্তি না রহিল ॥ ষোল পেচি লেজ ক্রমে খসাইতে লাগিল ❁ থেকে কড়ি সর্পের মুণ্ডে মারহ ঠকর ॥ নিদানে সে দুষ্ট সর্প হইল কাতর ❁ আপন লেজের পেচ খসাইয়া লয় ॥ পাচল্লিশ হাত সর্প ছিল সোয়া হাত হয় ❁ গড়াইয়া দুষ্ট সর্প মাটিতে গিরিল ॥ আবদুল আলী বাশের ঝাড়ে আটক রহিল ❁ কেহ যাই আবদুলেরে নিল নামাইয়া ॥ নিবারন রাখে সর্প পাতিলে ভরিয়া ❁ যেই বাশ পরে সর্প উঠাইয়া ছিল ॥ সেই বাশে ডাল ভাঙ্গি পিঠেতে লাগিল ❁ সাপ কাটা তন্ত্রে ঝাড় ফুকে ঘনে ঘন ॥ বহুক্ষণ ঝাড় ফুকে কিছু হুশ হন ❁

থানায় এজাহার ও পুলিশের তদন্ত।

নিদারুন স্বামীকে নিয়ে, নাসিকাতে হাত রাখিয়ে, সোয়াশ ধইরে চায়, কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার, কিছু নিশ্বাস পায় ॥ দশটি টাকা দিয়ে নিল আর্মভলি থানায় ❁ দারগা জিজ্ঞাস করে, মৈল বেটা কি প্রকারে,

কহিনা মোরে সাপ কাটা রুগি এই কহিল তারে ॥ একথা হীরালাল বাবু বিশ্বাস না করে ❀ সাপ কাটা লাশ হইলে, হাত পাও কেন ভাঙ্গিলে, সত্য কৈরে কও, অনাহক কথা কেন কহিয়া বাড়াও ॥ পষ্ট ভাবে কথা বৈলে সন্ধান নিয়ে যাও ❀ দেখ চিনা বেত দিয়া, ফাটাইয়া দিব চিয়া, বুঝিবে পাছে, স্বামী মেইরে বলছে মাগি সর্পে কাটাইছে ॥ এসব কথা নাহি খাটে পুলিশের কাছে ❀ এত শুনি নিবারনে, ভয় পেয়ে মনে২, বুদ্ধি কৈল সার, দশ টাকা গোপনে দিল হাতে দারগার ॥ ঘুস পেয়ে হীরালালে কহিল সভার ✻ নিবারনের জবান বন্দি, শুনি সব কথার সন্ধি, চলে ঘটনার স্থান, তদন্ত করিয়া পরে আসে ভুরমান ॥ উপরে লিখিয়া দিল সর্পে কাটা মরণ ✻

উভয়ের বিলাপ।

চিতং মিল ✻ সেথা হইতে নিবারনে, পতি লয়ে নিজ স্থানে, কেন্দে যায়, উচ্চস্বরে ধরি কান্দে শ্বাশুড়ীর গলায় ॥ হেলায় হারাইনু আমি পতি স্বামীরায় ✻ আবদুল আলীর মায়ে বলে, কেন বিধি দেখাইলে, পুত্রের চন্দ্র মুখ, পাষাণে মারিয়া মাথা ফাটাইলে বুক, কোথায় চৈলাছ বাচা আমায় দিয়ে দুঃখ, এক পুত্র ছিলা তুমি, রূপে গুণে মহানামী, দু:খিনীর ধন, বিদেশে আশিয়া বাছার হইল মরণ ॥ এত শুনি কান্দে যত নৌকার মহাজন ✻ বধূ শ্বাশুড়ী কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে, করে হায়২ আহা বিধি, কিবা দুঃখ ঘটাইলে আমায় ॥ কি দোষে শ্বাশুড়ীগো আমার নছিব টইলে যায় ✻ এইমতে বিলাপিয়া সর্পের পাতিল হাতে লৈয়া, কহিল বচন, আমার পতিকে সর্প কৈরাছ দংশন ॥ দেখ পতির দাদ তোমায় করিব সোধন ✻ শুন কহি ওরে পাপ, তব চেয়ে বড় সাপ, নিজ গুণেতে দর্প চূর্ণ করি লাথি মারি মুণ্ডেতে ॥ সেই জনের স্বামী মারা যায় তোর হাতে ✻ শত পক্ষ ভাবে তাহা, হিসাবেতে হয় যাহা, তোমার মুখেতে, উঠাইয়া নিব আমি নিজ গুনেতে ॥ খণ্ড২ তোমার মুণ্ড কৈরব পরেতে ✻ এমত বড়াই কৈরে কহে কথা সে সর্পেরে, একে নাহি ভার, অদিন বলায় গুণ না লাগিবে আর ॥ আরশে থাকিয়া আল্লা হইল বেজার ✻ নিবারনে বলে সর্প, কোথায়রে তোর মহাদর্প, রহিল এখন ॥ একা পতিকে পাই, করেছ দংশন ✻ মন্ত্র ফুকি করে অঙ্গে দিল নিবারন, তখনে যাইয়া কাড়ি,

সর্পের মুণ্ডে বসে চড়ি, কি করে তখন ॥ ঘনং মন্ত্র ফুকে গুণের নিবারণ, দেখনা কি হালা ঘটায় প্রভু নিরাঞ্জন ❁

পয়ার ❁ তারি পরে কিবা হয় শুন গুনিগণ ॥ কড়ি প্রতি আদেশ করিল নিবারন ❁ কড়িকে বলিলে তুমি আগে ছিলে কার ॥ পুর্ব্বে ছিনু তব পিতার এখন তোমার ❁ মোর যদি হও তুমি হইলাম খুসি॥ শত পুষ্প অংশে যাহা লও শীঘ্র চুসি ❁ হুকুম পাইয়া কড়ি করিল্ব পালন ॥ নিরারন মন্ত্রপাঠে ফুকে ঘনেঘন ❁ প্রভুর আদেশ রদ হইবার নয় ॥ আজাজিল তরে প্রাণ হুকুম করয় ❁ যাওরে সয়তান তুমি নিবারণের দেলে ॥ যত মন্ত্র ভুলাইয়া দেহ এক কালে ❁ আমার ভরসায় বেটি না করিল কাজ ॥ এখন তাহারে আমি কি দিব লাজ ❁ আজাজিলে সয়তান লই প্রভুর আদেশ ॥ নিবারণের শরীরেতে করিলে প্রবেশ ❁ গাও মুখে সর্প মুখ একত্র করিল ॥ সেই সময় আজাজিল মন্ত্র ভুলাইল ❁ ঘুরাই ফিরাই মন্ত্র পড়ে বারে বার ॥ কোন মতে না পারে পড়িতে পুনঃবার ❁ কড়ির দংশনে সর্প আছিল হয়রান॥ মন্ত্র ভুলনেতে সর্প পাইল আছান ❁

চিতং মিল ❁ মন্ত্রের জোর না পাই কড়ি, সর্পের মুণ্ড দিল ছাড়ি কড়ি গড়াইয়া পড়য় ॥ খালাস পাইয়া সর্প ভরিল গোস্বায় ❁ দেখনা কি হাল পয়দা করিল খোদায় ॥ গোস্বা হৈয়ে সেই সাপ, শ্বাসড় ছাড়ে অগ্নি তাপ, ভয়ে নিবারন, হায়ে মুখে সদা পাগলের লক্ষণ ॥ সমকালে পাসরিলা প্রভুর শ্মরন ❁ গোস্বায় সে শ রায়ে, অগ্নি শ্বমশ্বর হৈয়ে, লইয়ে মুখে আকাশে উঠিল, লই আবদুল আলীকে ॥ আচম্বিতে বজ্রাঘাত পড়িল বুকে ❁ নিবারন সেই ঘড়ি, আচম্বিতে ভুমে পড়ি, পতির কারন ॥ আহা বিবি এই বুঝি অদৃষ্টে লিখন ❁ হারাধন দিয়ে পুনঃ নিলে কি কারণ ॥ এই তোর ছিল মনে, কেড়ে নিলে পতি ধনে, প্রভু নিরাঞ্জন ॥ এপোড়া যৌবন আর রাখি কি কারন ॥ স্বামী বিনে কামিনীর বিফল জীবন ❁ হায় বিবি কি করিলে, দুঃখানলে ভাসাইলে নাহি দেখি কুল ॥ অধিন বলয় তোমার, দিশা হৈল ভুল, যার পাশে কান্দ তুমি সে বিপক্ষের মুল ❁

জননীর তেজরা বিলাপ।

চিতং মিল ❁ কেহ যাই খবর পৌছে, আবদুল আলীর মায়ের কাছে, কহিলেক যাই ॥ তোমার পুত্র নিল সর্পে মুখেতে উড়াই,

মুর্চ্ছাগত ভূমে পড়ি লুটাইয়া ❀ হায় করে বুড়ি, মাথায় মারে সোটার বাড়ি, উন্মতের প্রায় ॥ এইনি ললাটে লিখে ছিলে বিধাতায়, মাতা রেখে পুত্র আগে স্বর্গে চলে যায় ❀ নিবারনে কেন্দে বলে, শাশুড়ীর ধরি গলে, প্রাণ ফাটে যায় ॥ কোথা গেলে পাব আমি বাবা শ্যামরায়, কোথা নিল দুষ্ট না জানি নিশ্চয় ❀

পয়ার ❀ এইখানে এইকথা রহিল বারন ॥ আবদুল আলীর কথা কিছু শুন গুনিগণ ❀ আবদুল আলীকে নিয়া সর্প দুরাচার ॥ ফুলাদি নগরে গিয়া হইল নমুনার ❀ গৃহস্থের বধূ এক সেই নগরের ॥ ঝাড় কাশ করিতে আছিল উঠানের ❀ মেঘের গর্জ্জন মত কম্পিত মেদিনী ॥ শুনিয়া আকাশ পানে দেখে সেই ধনি ❀ সুন্যে দেখে অজাগর-মনুষ্য তার মুখে ॥ দেখি বধূ শাশুড়ীকে ঘনং ডাকে ❀ দেখগো শাশুড়ী আসি করিয়া নজর ॥ মুখেতে মানব সুন্যে উড়ে অজাগর ❀ তা শুনিয়া যত নারী ধাইয়া আসিল ॥ হায়ং শব্দ মুখে বলিতে লাগিল ❀ কাহার বাচাকে জানি সর্পে নিয়ে যায় ॥ হায় জানি কেমনে রহিয়াছে তার মায় ❀ অবলা কালেতে বধূ মা বাপের ঘর ॥ মিয়াজির নিকটে শিখিয়াছিল মন্তর ❀ আচম্বিতে সেই কথা হইল স্মরন ॥ শাশুড়ী নিকটে বধূ কহিল তখন ❀ শুনগো শাশুড়ী আমি তোর পায়ে ধরি ॥ আপনার হুকুম হইলে নামাইতে পারি ❀ এইকথা শাশুড়ীয়ে যখন শুনিল ॥ খুসি হৈয়ে বধূ প্রতি হুকুম করিল ❀ হুকুম পেয়ে মন্ত্র পাঠে হস্তের পিঙ্গা দিয়া ॥ মৃত্তিকাতে তিন বারি মারিল কসিয়া ❀ উর্দ্ধমুখি মৃত্তিকাতে ধুম জালাইল ॥ সেই সহরেতে সর্প নামিয়া আসিল ❀ সর্প পড়ি মারিলেক অজাগরের গায় ॥ পাচল্লিশ হাত সর্প ছিল সোয়া হাত হয় ❀ ফের সর্প পড়িয়া দিল সেই ধনি ॥ চুম্বল হইতে মুখ উঠায় তখনি ❀ পুনঃবার সর্প মারে বিবী নেকজান ॥ দংশঘাতে মুখে বিষ করিল আহার ❀ তার পর সর্প রাজ বিদায় হইল ॥ দণ্ড চারি বাদে আবদুল উঠিয়া বসিল ❀ সকলে বলিল তারে কিবা তোর নাম ॥ কোন জাতি হও তুমি কোথায় মোকাম ❀ একথা শুনিয়া আবদুল কান্দিয়া উঠিল ॥ আদি অন্ত সব কথা প্রকাশ করিল ❀ বিবীকে ডাকে মা মিয়াকে ডাকে বাপ ॥ দাওয়া পানি করে বিবী যেমন একছাফ ❀

——০:]❀[:০——

পতি অদর্শনে নিবারণের ক্রন্দন।

ধুয়া—বন্ধু আড়নয়নে ও নাথ আড়নয়নে ও তারে আড়নয়নে দেখিলাম না।

ত্রিপদী ❁ অবলা কালেতে নাথ, বিয়া হৈল তোমারি সাথ, এক দিন না বঞ্চিনু সুখে ॥ মা বাপের ঘরে ছিনু, পতি কি ধন না বুঝিনু, এবে মোর জীবন গেল দুঃখে ❁ তুমি নাথ দূর দেশ, আমি নারী অল্প শেষ, ভাবিতে২ হয় ক্ষয় ॥ মনে কহে কিবা করি, আত্মঘাতি হৈয়ে মরি, বিষ খেয়ে মরিব নিশ্চয় ॥ আহা সর্প দুষ্ট মতি, কোথা লুকাইলে পতি, তাহা নাহি জানি অভাগিনী ॥ নিষ্ঠুর তোমার মন, কেড়ে পতি প্রাণ ধন, দুঃখিনীরে কল্লে কাঙ্গালিনী ❁ একবার বাশ গাছে, অভাগিনী যায় পৌছে, নামাইনু পেয়ে বড় দুঃখ ॥ ফের তুলি আকাশেতে, কোথায় নিলা আচম্বিতে, নাহি দেখি পতি প্রাণ মুখ ❁ এমত আক্ষেপ মনে, কান্দে সদা নিবারনে, মুখে সদা করে হায়২ ॥ কোথা রৈল প্রাণ প্রিয়া, অভাগিরে পাশরিয়া, মন দুঃখে বারমাসী গায় ❁

নিবারনের বারমাসী।

চিতং মিল ❁ প্রথম মাঘ মাসে, মোর পতি সর্পে ডংশে, দুঃখে গেল মাস ॥ নূতন২ যুবতীরা মন অভিলাষে, স্বামী পাশে থাকে খোসে মোর সর্ব্বনাশ ❁ এইত জাড়ার দিন, যুবতী রমণী গণ, জরাজরী হয় ॥ গোয়ায় তারা পতি কোলে লই, আমি দুঃখি পোড়া মুখি, পতি ঘরে নাই ॥ আইলরে ফাল্গুন মাস, মোর পতি দূর দেশ, আছে কিনা নাই ॥ আর্শি ধরি চাহে সিন্দুর মলিন হয় নাই ॥ মাঘে সর্পে নিচে দিবে, ফাল্গুনে পৌছাই ❁

পয়ার ❁ চৈত্র মাসে শাশুড়ীগো হালিয়ার বনে বিচ ॥ আনগো কোটরা ভরি খাইয়া মরি বিষ ❁ একেত রবির জ্বালা প্রচণ্ড অনল ॥ সমুদ্রেতে ঝাপ দিলে না লাগে শীতল ❁ এইত বৈশাখ মাসে সুশাগ নালিতা ॥ সব লোকে খায় সাগ মোর হস্তে তিতা ❁ অঙ্গে পাখা নাই পতি পাশে উড়ি যাব ॥ বান্ধব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাব ❁ জ্যৈষ্ঠ মাসে খায় সবে আম কাঁঠাল রসে ॥ কারে লৈয়া খাব আজি পতি নাই দেশে ❁ আমিত অবলা নারী পতি ঘরে নাই ॥ রজনী কাটাই আমি কার মুখ চাই ❁ আষাঢ়েতে নব জল খালে আর বিলে ॥ প্রাণ বন্ধু নাই ঘরে কেবা জল ঢালে ❁ অবলা কালেতে মোর না পুরিল

আশ ॥ হায় নাথ অভাগিনী সমুলে [illegible]নাশ ❀ শ্রাবণ মাসে পতি স্বামী নয়া নবীন প্রায় ॥ মোর কপালে মন্দ পতি সর্পে নিয়ে যায় ❀ আহারে পাপীষ্ঠ সর্প দুষ্ট দুরাচার ॥ কোথা নিয়ে [illegible] আছ পতিকে আমার এইত ভাদ্র মাসে গাছে পাকা তাল ॥ যোগের যোগিনী হইয়া হস্তে লইব থাল ❀ হস্তে থাল লই আমি ভিক্ষা মাগি খাব ॥ যথায় গেছে প্রাণ নাথ তথায় চৈলে যাব ❀ আশ্বিন মাসেতে নাথ বরিষার শেষ ॥ না আসিল প্রাণ বন্ধু না পুরে আবেশ ❀ কার্ত্তিক মাসে অবলার প্রাণ নহে স্থির ॥ সমস্ত রজনী কান্দি চক্ষে বহে নীর ❀ হেন কালে কেবা আসি কহিল বচন ॥ থাক২ ধৈর্য্য ধরি ওরে নিবারন ❀ পৌষ মাসে তোমার পতি আসিবে নিশ্চয় ॥ মন বাঞ্ছা হবে পুর্ণ নাহি কিছু ভয় এত শুনে খুসি প্রাণে গায় হৈল বল ॥ কৃষিয়ে পাইল যেন বরিষার জল ❀ শিশুয়ে পাইল হাতে পুর্ণিমার চাঁন ॥ অন্ধজনে পায় যেন পুনঃ চক্ষু দান ❀ অগ্রায় পৌষ কাটে ধনি হস্তেতে গুনিয়া ॥ এই মাস বাদেতে আসিবে প্রাণ প্রিয়া ❀ সাজ শয্যা করি এথা রহ নিবারণ ॥ আবদুল আলীর কথা কিছু শুন দিয়া মন ❀ মুলাদি নগরে থাকে যাহার মোকাম ❀ দাওয়া পানি করি কিছু পাইল আরাম ❀ একসাল সেই খানে গুজরে যখন ॥ মাতা বধুর কথা তার হইল স্মরণ ❀ গৃহস্থগো বধু জাকে মাতা ডেকে ছিল ॥ কহিয়া সভাকে আবদুল বিদায় হইল ❀ এই মতে কিছু দিন গুজারিয়া যায় ॥ আপনা বাড়িতে আবদুল আসিয়া পৌছায় ❀ নিবারনে দেখি স্বামী মাতা পুত্রের মুখ ॥ কান্দিয়া কাটিয়া সবে পাশরিল দুঃখ ❀ মোহাম্মদ ইউনুছ কহে ছালাম আমার ॥ ভুল চুক মাফ চাই ওয়াস্তে আল্লার ❀

—০ঃ সমাপ্ত ঃ০—

—০{❀}০—

পত্র লিখিবার ঠিকানা—
এম, আবদুল লতিফ, আবদুল হামিদ।
চক বাজার, ঢাকা।